দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ

# শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কাজ লেজেগোবরে

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার বিষয়টি মৌখিক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রমে অনেকটা লেজে-গোবরে অবস্থা। ছয় বছর ধরে রশি টানাটানি চলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে। তবে দুই বছরের মধ্যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আশা করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

## শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কাজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার তিনটি স্তর হওয়ার কথা। তা হচ্ছে– প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক; এর পর উচ্চশিক্ষা স্তর। বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক এবং তার পরে শুরু উচ্চশিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত কার্যক্রম কবে বাস্তবায়ন হবে? এমন প্রশ্নে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ওটা নীতিমালায় বলা আছে ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। তাহলে গত মে মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকের পর কেন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, এখন থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা? প্রশ্নের উত্তরে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওটা কথায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কার্যক্রম এখনো আমাদের মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসেনি। যখন আসে সেটা দেখা যাবে। তাহলে বাস্তব কার্যক্রমে কবে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হবে, সাংবাদিকদের প্রশ্নে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আশা করি আগামী দুই বছরের মধ্যে করা যাবে।

শিক্ষানীতি হওয়ার পর গত ছয় বছরে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোনো কৌশল চূড়ান্ত করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এটি বাস্তবায়ন না হওয়াকে আকার ইঙ্গিতে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুষছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করতে বড় চ্যালেঞ্জ সামনে আসবে বলে মত দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। বিগত ৬ বছরের এত বড় চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো প্রস্তুতি ও সক্ষমতা কতটুকু আছে তার মূল্যায়ন হয়নি। হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন করতে গেলে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে আসবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শেখ একরামুল কবীর আমাদের সময়কে বলেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বিষয় হচ্ছে পাঠক্রম প্রণয়ন। কীভাবে চালানো হবে শিক্ষা প্রশাসন। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে নবম-দশম শ্রেণিও আছে। একটি স্কুলকে দুই মন্ত্রণালয় ও দুই অধিদপ্তরে ছোটাছুটি করতে হবে। এমনিতেই তাদের হয়রানির শেষ নেই। আছে শিক্ষক সংকট। ক্লাসরুম সংকট। এ অবস্থায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কীভাবে চলবে? শিক্ষার মান তাহলে কী হবে? শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কীভাবে চলবে? প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টররা কি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন? টিচার ট্রেনিং কলেজগুলো তাহলে শুধু নবম ও দশম শ্রেণিতে যারা পড়ান, তাদের প্রশিক্ষণ দেবে? এ বিষয়গুলোর সুরাহা হওয়া দরকার।

এই শিক্ষাবিদ মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেতন দিয়ে স্কুলে পড়ে। এই তিন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যদি বেতন দিতে না হয়, তাহলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন শিক্ষা খাতে সে পরিমাণ বরাদ্দ বাজেটে থাকবে কিনা তাও অজানা। বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে যায়, তাহলে ওই সব স্কুল কি শুধু নবম ও দশম শ্রেণি দিয়ে চলবে নাকি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হবে– এরও কোনো নির্দেশনা আসেনি। যেসব কলেজ শুধু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি নিয়ে গঠিত, এগুলোর কী হবে? এগুলো কি কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে নাকি সেখানে নবম ও দশম শ্রেণি খোলা হবে? সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ– বিদ্যমান শিক্ষক দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা। কারণ প্রাথমিকে অনেক শিক্ষক এসএসসি-এইচএসসি পাস। তারা কীভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করাবেন তাও বড় প্রশ্ন? এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

গত ১৮ মে সচিবালয়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হলো। এ জন্য দেশের সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম এখন থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে। দুই মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার স্তরে মৌলিক ভাঙাগড়া শুরু হলো। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এটা একটি বড় পরিবর্তন। এর আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে এতবড় মৌলিক পরিবর্তন আর হয়নি। যা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৩ হাজার ৮৬৪টি। এ ছাড়া ২ হাজার ৩৮১টি নিম্নমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে যাবে। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ৫৫৩টি। এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫৫০। আর শিক্ষক হচ্ছেন ১৯ হাজার ২৪০ জন।